OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 500 - 507
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 500 - 507
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘বটতলা’ : সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমাজ ও নারীর অবস্থান

মৌমিতা হালদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : moumita.bengali.ku@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Society, Social life, Social Issues, Archaic Mindset, Realistic Novel, Cyber Abuse, Women Empowerment,

Abstract
A novel centred on realistic societal narratives is a literary work that draws upon real-life events, social issues, and various dimensions of human life. Such novels often reflect the struggles and lived experiences of individuals, groups, or entire social classes. These works, particularly those addressing the artificial moral values of society, expose its prevailing hypocrisy, unexpected behaviours, and double standards. Through them, the underlying realities of society, often hidden behind a facade of pretentious values, are brought to light.

Society is fundamentally structured around men and women, but it predominantly functions within a patriarchal framework. In such a setting, a woman's virtues and flaws are often judged from a male perspective. Despite significant advancements in civilization and the improvement of modern lifestyles, has the position of women truly transformed? When a woman becomes a victim of crimes such as murder, rape, harassment, blackmail, false rumors, or character assassination, society frequently blames the victim, subjecting her to further humiliation and injustice. In Bengali literature, the portrayal of women has always held great significance. Many stories and novels provide profound examples of women’s awakening and empowerment, emphasizing their strength and resilience.

Sukanta Gangopadhyay’s novel Bototola is a powerful work that transcends medieval social thinking and portrays a woman’s struggle to live with dignity. Sukanta Gangopadhyay, a well-known and highly regarded figure in modern Bengali literature, skill-fully captures the destructive impact of cybercrime on a woman’s life. In Bototola, he depicts how the malicious acts of cybercriminals can poison a young woman’s life within moments. Yet, as a compassionate and insightful storyteller, he does not stop there. Gangopadhyay also charts a path of recovery and redemption for the

protagonist, showing her unwavering determination to reclaim her life and dignity.

The novel serves as a testament to the resilience and courage required to confront societal prejudices and injustices. The protagonist's battle to hold her head high and fight for her rightful place in society is emblematic of a broader struggle faced by countless women. This fight is not hers alone but is shared by every woman striving to live with respect and self-worth. Through Bototola, Gangopadhyay not only narrates a compelling story but also delivers a powerful message about the need for societal change, the recognition of women's rights, and the universal demand for justice and equality. This narrative resonates deeply, reminding us of the collective responsibility to support and empower women in their journey toward a fairer and more inclusive society.

Discussion

ভূমিকা -

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?"[১]

সমাজ ও নারী একে অপরের পরিপূরক। সমাজের বিকাশে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত নারী সমাজে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে আসছে - মা, স্ত্রী, কন্যা এবং সমাজের সদস্য হিসেবে। প্রাচীন সমাজে নারী ছিল গৃহকেন্দ্রিক, তবে কৃষি, শিল্প ও গৃহস্থালির কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখত। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সীমিত হলেও প্রভাবশালী ছিল। আধুনিক সমাজে নারীর ভূমিকা বহুমাত্রিক। তারা শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়ন করেছে এবং বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে নারী রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প, সাহিত্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সমানভাবে কাজ করছে। তবুও, সমাজে নারীর সমান অধিকার ও সুযোগ লাভ এখনও চ্যালেঞ্জ। নারীর প্রতি সহিংসতা, বৈষম্য, দারিদ্র্য এবং শিক্ষার অভাব সমাজের প্রধান সমস্যা। তাছাড়া, পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা অনেক ক্ষেত্রেই নারীর অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করে।

সাহিত্য : সমাজ : নারী – সমাজে পুরুষদের আধিপত্য সর্বদা গভীরভাবে প্রবাহিত এবং বাংলা সাহিত্যে নারীর উপস্থাপনা প্রায়শই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন। কবিতা, উপন্যাস এবং গল্পে পুরুষ লেখকরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারীদের চিত্রিত করেছেন। বিশ্বসাহিত্যে ও একই দৃশ্য দেখা যায়, যেখানে নারীদের নির্দিষ্ট এক আদলে নির্মাণ করা হয়। অধিকাংশ কাহিনীতে নারীকে 'ভালো' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে - যারা সুন্দরী, সতী, কিছুটা বুদ্ধিমতী এবং ত্যাগী। অন্যদিকে, 'মন্দ' নারীরা হয়ে ওঠেন - চালাক, স্বার্থপর বা চরিত্রহীন। বাংলা সাহিত্যের প্রধান কিছু সাহিত্যিকদের উপন্যাস ও গল্পে নারীর চরিত্র নির্মাণ কেমন হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নারীদের মূলত সতীত্ব ও আদর্শ চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর বিবাহিত নারীরা সতী হিসেবে চিত্রিত, যেমন - মৃণালিনী, মনোরমা, সূর্যমুখী, রজনী, এবং লবঙ্গলতা। বিধবা নারীদের তিনি ব্রহ্মচারিণী হিসেবে তুলে ধরেছেন, যেমন কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে নারীর সতীত্ব ছিল অপরিহার্য গুণ, যা ছাড়া কোনো নারীকেই আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি সতীত্বহীন চরিত্রগুলোকে মেনে নিতে পারেননি। কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী, যারা সমাজের বিধিনিষেধ অমান্য করে প্রেমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তাদের চরিত্র ধূসর হয়ে ওঠে এবং শেষপর্যন্ত তাদের মৃত্যু ঘটে। রোহিণী, একজন অপূর্ব সুন্দরী বিধবা, যিনি বিবাহিত গোবিন্দলালকে ভালোবাসতেন এবং তাকে না পাওয়ার যন্ত্রণায় আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, সেই চরিত্রটি সৃষ্টির পর বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। রোহিণীর মৃত্যু নিয়ে পাঠকদের

মধ্যে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়। সমালোচকরা মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাদী মনোভাবের কারণে শিল্পী হিসেবে তিনি পরাজিত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম দিকে নারীদের ঐতিহ্যবাহী চিত্রণ করলেও, পরবর্তীতে তিনি স্বাধীন ও সাহসী নারী চরিত্র নির্মাণে সিদ্ধহস্ত হন। তাঁর পূর্বসূরিরা যেমন বিধবা নারীদের অসহায় এবং দুর্ভাগী হিসেবে চিত্রিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে এসে ভিন্ন দৃষ্টিতে নারীদের উপস্থাপন করেছেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনী চরিত্র একজন স্বাধীনচেতা বিধবা নারীর প্রতীক, 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে হেমনলিনী চরিত্রটি একই ধরনের স্বাধীনতা ও সাহসিকতার প্রতিনিধিত্ব করে। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাস — 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' এবং 'চতুরঙ্গ' এর সুচরিতা, বিমলা, দামিনী প্রভৃতি চরিত্রগুলো সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী ও স্বাধীনচেতা নারীর প্রতীক হিসেবে হাজির হয়েছে। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের লাবণ্য আধুনিক, আত্মনির্ভরশীল এবং স্বাধীনচেতা চরিত্র, যা তার সময়ের নারী চরিত্রের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের নারী চরিত্রগুলোও তৎকালীন সমাজের চেয়ে অনেক বেশি আধুনিক ও স্বাধীন। সমালোচকরা মনে করেন, ঠাকুরবাড়ির আধুনিক, স্বাধীনচেতা নারীদের প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শক্তিশালী নারী চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নারীর মুক্তির এক শক্তিশালী বার্তা প্রদান করেছে এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নারীরা যেভাবে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে, তা স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর গল্পের নারী চরিত্রগুলো কুসংস্কার, অবিচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজে আধুনিকতার আলো জ্বালিয়েছে। 'স্ত্রীর পত্র'র মৃণাল, 'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ী, 'ল্যাবরেটরি'র সোহিনী, এবং 'শাস্তি'র চন্দরা — এই চরিত্রগুলো নারীর স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা এবং সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবদান রেখেছে।

বর্তমান সমাজে নারী এবং পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান, তাই সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর না করলে সম্ভব নয়। সাহিত্য সমাজের এক প্রতিচ্ছবি, যা যুগে যুগে সমাজের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিবর্তন প্রতিফলিত করেছে। সাহিত্যই নারীদের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থান থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে, এবং এই প্রভাব বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিকেই দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ে, চর্যাপদে, স্বাধীন পেশাজীবী নারীদের উল্লেখ রয়েছে, যেমন: তাঁতি, ডোমনি, গণিকা, ইত্যাদি, যারা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পারদর্শী ছিলেন। চর্যাপদে নারীর পেশাগত স্বাধীনতা এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বাঙালি সমাজের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরে।

মধ্যযুগের সাহিত্যেও নারীর অবদান অনস্বীকার্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা চরিত্রের মাধ্যমে নারীর নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে, যা কখনো আধ্যাত্মিক, কখনো নাগরিক, আবার কখনো লৌকিক রূপে চিত্রিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে, অর্থাৎ মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গলে নারীরা প্রতিবাদী চরিত্রে আবির্ভূত হয়েছে এবং তাদের নিজস্ব অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছে। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলার প্রতিবাদী মনোভাব এবং তার সমাজের দেওয়া অসম্মান মেনে না নেওয়ার দৃঢ়তা স্পষ্ট। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীকে প্রেমিকা, স্বাধীনচেতা এবং প্রতিবাদী চরিত্রে দেখানো হয়েছে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-র নারীরা তাদের প্রেমের স্বাধীনতা উপভোগ করেছে এবং সমাজের বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্য করে প্রেমের জয়গান গেয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে নারীর মনোজগতের নানা অনুভূতি, আবেগ ও বাসনার বর্ণনা পাওয়া যায়, যা নারীর মুক্তির চেতনা এবং নারীবাদী চিন্তাধারার প্রতিফলন।

বিংশ শতাব্দীতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'নারী' কবিতায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তিনি নারীর সমান অধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে কণ্ঠ তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্যকর্মে নারীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে উৎসাহিত করেছেন এবং নারীর আত্মসম্মান রক্ষায় বুদ্ধির চর্চা এবং শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় (যেমন 'সবলা') নাটকে ('চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা') নারীর বিদ্রোহী সত্তা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে নারীর আত্মস্বীকৃতি, স্বাধীনতা এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি বিদ্রোহের স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি নারী চরিত্রগুলির মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

এবং আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, যা পাশ্চাত্য নারীবাদী চিন্তার প্রতিফলন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে নারীর স্বাধীনতা, অধিকার এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি বিদ্রোহের কথা গভীর শিল্পিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী নারী চরিত্রের সন্ধান করতে গেলে আশাপূর্ণা দেবীর সত্যবতীর উল্লেখ না করলেই নয়। সত্যবতী বুদ্ধি, যুক্তিবাদ, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। তার ভালোবাসা আবর্তিত হয় স্বামী নবকুমার, দুই ছেলে ও এক মেয়ে সুবর্ণলতাকে ঘিরে। এই মায়াবী নারীই প্রতিবাদী হয়ে সংসার ত্যাগ করেন যখন তিনি জানতে পারেন তাকে না জানিয়েই তার আট বছরের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

সমরেশ মজুমদারের 'গর্ভধারিনী'র জয়িতা বিপ্লবী ও বুদ্ধিমতি নারী, তার অস্তিত্বে মিশে আছে সমাজ বদলানোর নেশা। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন সে পাহাড়িদের মাঝে মিশে গিয়ে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী পুরুষটিকে ভালোবাসে। সে পুরুষের সন্তান নিজ গর্ভে ধারণ করে। গ্রামের পাহাড়ি মানুষগুলো তার কাছে ভণিতাহীন, অকৃত্রিম ও স্বচ্ছ। ধনী পরিবারের শহুরে ও শিক্ষিত মেয়ে হয়েও জয়িতা প্রান্তিক মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের তাগিদে হয়ে ওঠে তাদেরই একজন।

সেলিনা হোসেনে 'মোহিনীর বিয়ে' উপন্যাসে মোহিনীর করুণ আখ্যান রচনা করেছেন। পতিতাপল্লী থেকে উঠে আসা তরুণীর পুরো নাম মোহিনী মহুয়া মঞ্জুর। তার বাবা রমজান আলী প্রেমিকা নাসিমাকে পতিতালয় বিক্রি করে দেয়। নাসিমার ঘরে জন্ম নেয়া ছেলে সন্তানকে ঘরে তোলে নিজের ছেলে হিসেবে। আর রমজানের বৈধ সন্তান মোহিনীকে দিয়ে যায় নাসিমার কাছে পতিতাপল্লীতে। মোহিনীর জীবনের চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি তৈরি হয় যখন তার বিয়ে ঠিক হয়। ভদ্রপল্লীতে মোহিনীর জায়গা হয় না, তার বিয়ের স্বাদ অপূর্ণই থাকে।

বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় এমনই অজস্র উদাহরণ ছরিয়ে রয়েছে। তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা', বানী বসুর 'মৈত্রেয় জাতক', সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন', উপন্যাসগুলি একদিকে যেমন নারী সশক্তিকরণের জয়গান গায় তেমনি সমাজের ঠুনকো মেকি মূল্যবোধের মুখোশটিকেও চিনতে শেখায়।

সুকান্তর 'বটতলা' - সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় সাম্প্রতিকতম বাংলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নাম। তার লেখা গল্প উপন্যাস পাঠক মহলে বহুল চর্চিত ও সমাদৃত। 'বটতলা' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় দেশ, ১৪২৩ এ। পরে 'বটতলা' উপন্যাসটি ২০১৭ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। বটতলা শব্দটির সাথে জড়িয়ে আছে প্রাচীনতার অনুষঙ্গ। প্রায় একশ বছর আগে, স্বাধীনতার পূর্বের গ্রামগুলির জনবিন্যাস সম্পর্কে জানতে গেলে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি গ্রামেই একটি করে বটতলা বা চন্ডীমন্দির ছিল। প্রাচীন জনশ্রুতি আবর্তিত হয় এই সকল বটতলাগুলিকে ঘিরে। গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে এই বটতলা।

একইসাথে, বটতলা পিছিয়ে পড়ার প্রতীক। বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যাবস্থা ও প্রাচীন ধ্যানধারণায় পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু বটতলার স্থবির মানসিকতা আজও সভ্যতাকে একশ বছর পিছিয়ে দিতে সক্ষম। ঠিক এই কারনেই হয়তো সমাজের নানা স্তরে অপরাধ সংঘটিত হলে যদি তার সাথে কোন একটি মেয়ে বা দুর্বল প্রকৃতির কোন মানুষের যোগ থেকে থাকে আমরা অনায়াসেই সেই মেয়েটিকে বা দুর্বল প্রকৃতির ছা পোষা মানুষটিকে দাগিয়ে দিই। বটতলার এই সংস্কৃতি আজন্মকাল বহমান। যার বলি হয়েছিল 'আনন্দমঠের' প্রফুল্ল, 'চোখের বালির' বিনোদিনী।

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বটতলা' উপন্যাসের পর্ণাও এর ব্যতিক্রম নয়। ব্যক্তিগত লালসা চরিতার্থ করতে বাজি চৌধুরী যেভাবে দশ মিনিটের একটি নিষিদ্ধ ভিডিও ছড়িয়ে এক নিমেষে পর্ণার জীবন বিষময় করে তোলে, তা একমাত্র সম্ভব হয়েছে আমাদের মানসিকতায় আজও ধীরে ধীরে বয়ে চলা মধ্যযুগীয় অপসংস্কারের জন্য।

"দশ সেকেন্ডের একটা ভিডিও ফুটেজ তার সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিয়েছে।"[২]

পর্ণার আত্মত্যাগ, পরিবার পরিজনদের মাথা উঁচু করে বাঁচার সুযোগ করে দেবার মরিয়া প্রয়াস, তার এতকালের সুশীল লক্ষ্মীমন্ত ব্যবহার, সেবাযত্ন, বিশ্বাস ভরসা চোখের পলকে মিথ্যে হয়ে যায় একটি ভিডিও ফুটেজে। পর্ণার স্বামী সংসার তো বটেই, তার আজন্ম পরিচিত বাবা মা ভাই বোনেরাও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 500 - 507
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমরা যতই আধুনিকতার বড়াই করি না কেন, মনে মনে আজও আমরা সেই বটতলায় পড়ে, যেখানে একটি মেয়েকে বিচার করা হয় তার পোশাক, খাদ্যাভ্যাস ও আচরনের উপর। তাই, নীলার্কর আমেরিকার ইউনিভার্সিটির সহপাঠী তৃষা যতই উচ্চশিক্ষিত হোক, তার সম্পর্কে তনয়ার পর্যবেক্ষণ, -

> "সব ক'টা ফোটোতেই তোমার গা ঘেষে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা। মুখে কি হাসি! ওর প্রোফাইল খুলে ফেললাম। দেখলাম মেয়েটা মদ, সিগারেট সবই খায়। হট ড্রেস পরে। ফোটোতে সেক্সি পোজ দেয়। দেখতেও তো দারুণ। তাই একটু ভয় হচ্ছিল।"[৩]

অভিজিতের বন্ধু খোকন এখনও অবিবাহিত। মেয়েদের সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ও অভিমত কিছুটা এরকম, -

> "জীবনে এতো মেয়ের সঙ্গে শুয়েছি। কোনও মেয়েকে আর বিশ্বাস হয় না।"[৪]

প্রাক্‌বিবাহ যৌনতার উপলব্ধি অভিজিতেরও ছিল। হোটেলের ব্যাবসায় নেমে বোর্ডারদের আবদার মতো কলগার্লের যোগান দিতে হয়েছে তাকে। একাধিকবার শারীরিক অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

> "ঘটনাটা হওয়ার পর প্রতিবার বিষাদে ভরে গিয়েছে মন। ব্যাপারটা আদ্যন্ত জান্তব। মেয়েটার সঙ্গে কোনও মানসিক সংযোগ হত না। সমুদ্রস্নানের পর শরীরে নুন লেগে থাকার অনুভূতি হত। ওরকমই নুন লেগে আছে পর্ণার গায়ে।"[৫]

উপন্যাস হোক বা বাস্তব জীবন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকেই শালীনতার মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু একজন পুরুষ ঠিক কি চাই? নর ও নারীর এই মনস্তাত্বিক সমীকরণ বড়ই জটিল। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র শশী ডাক্তার বলে, -

> "শরীর! শরীর! তোমার মন নাই, কুসুম।"[৬]

শুধুই কি শরীর? বিয়ের পর থেকে পর্ণা অভিজিতের মধ্যে যে বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল তা শরীরী আকর্ষণের উর্ধ্বে। কিন্তু ঘটনার পর অভিজিৎ যেভাবে নিজেকে পর্ণার থেকে সরিয়ে নিয়েছিল তা থেকে পর্ণার শারীরিক ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলাই যেন মূল উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হয়। যুক্তি বুদ্ধি বিবেকধারা দিয়েও পর্ণার শরীর সম্পর্কে যে অপবিত্রতার ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে তা ধোওয়া সম্ভব নয়। আবার সব সমস্যার মূল কারণ বাজি চৌধুরীকে গুন্ডা দিয়ে মার খাওয়ানোর প্ল্যানও করে।

সমাজ-সংসার-স্বামী-পরিবার সবখানে মান সম্মান খুইয়ে পর্ণা একবার শেষ চেষ্টা করে। যে বাজি চৌধুরী তার হেনস্থার কারণ, যার থেকে এতকাল পালিয়ে বেড়িয়েছে, ভয়ে কুঁকড়ে থেকেছে তাকে একসময় নিজে থেকেই ফোন করে পর্ণা। দেখা করে স্কুলবাড়ির মাঠের কাছে আর অতর্কিতে হাতের লুকিয়ে রাখা নোড়াটা সজোরে মারে বাজির মাথায়। বাজি খুন হয়, খুনি পর্ণা। ভয়কে জয় করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নিজের প্রতি হওয়া হেনস্থার বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে পর্ণা জয়ী হয়।

চরিত্র - 'বটতলা'র প্রধান চরিত্রেরা হল – পর্ণা, অভিজিৎ ও নীলার্ক। পর্ণা চ্যাটার্জী পরিবারের বৌ, যার সম্মান ও সম্ভ্রম কালিমালিপ্ত হয়েছে একটি দশ সেকেন্ডের ভিডিও ফুটেজ ভাইরাল হওয়ায়। পর্ণা এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে যার জন্ম বেড়ে ওঠা শেওড়াফুলির কাছে একটি ক্ষুদ্র মফস্বলে। কলকাতার আধুনিকতার ছোঁয়াচ মুক্ত তার মন। পরিবারের দারিদ্র অনটন সঙ্গী হলেও সততা নৈতিকতাকে আশ্রয় করেই তাদের জীবনযাপন। পরিবারের বিপদের দিনে অর্থ সংগ্রহের জন্য পর্ণা বাধ্য হয়ে নিষিদ্ধ ছবিতে শুটিং এর প্রস্তাব গ্রহণ করে। অর্থের অভাব মিটলে এই কাজ থেকে নিজেকে সরিয়েও নেয়। কিন্তু এর ভয়াবহ পরিনতি নেমে আসে তার বিবাহিত জীবনে।

> "ও বাড়ির বউকে নিয়ে জোর ফিসফিসানি চলছে পাড়ায়, বেপাড়ায়, বাজারে। এলাকার অনেকের মোবাইলেই নাকি বউটার গা-খোলা ফোটো আছে।"[৭]

সমাজ সংসার ও স্বামীর থেকে সম্পূর্ণ ব্রাত্য হয়েও ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে জিতে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে এনেছে তার জীবনকে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 500 - 507
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অভিজিৎ দেউলপুরের চ্যাটার্জী পরিবারের বড়ো ছেলে। তার পিতা সমর চ্যাটার্জীকে এলাকার প্রত্যেকে সমীহ করে। প্রথমে হোটেলের ব্যাবসায় ও পরে লরির ব্যাবসায় অর্থনষ্ট করে বর্তমানে কলকাতার একটি কোম্পানিতে কর্মরত। আজও অভিজিৎ তার হারিয়ে যাওয়া লরিটিকে কলকাতার রাস্তায় খোঁজে। মনে মনে স্বপ্নবোনে একদিন তার বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে ৪০৭ নম্বরের লরি। অভিজিতের বন্ধু খোকন সর্বদা একজন আদর্শ বন্ধুর মতোই তাকে আশ্রয় ও আশ্বাস দিয়েছে, -

> "জীবনের ফেলিয়োরগুলো যদি ভুলতে না পারিস, কোনও দিন এগোতে পারবি না। প্রত্যেক মানুষের জীবনে ব্যর্থতা আসে, আমিও খানকয়েক বিজনেসে লস দিয়েছি। সবাই দেয়, কেউ কম, কেউ বা বেশী।"[৮]

সুখী দাম্পত্য জীবনের মধ্যে হঠাত করেই ছন্দপতন ঘটে একটি নিষিদ্ধ ভাইরাল ভিডিওতে নিজের স্ত্রীকে দেখা যাওয়ায়। বৈবাহিক জীবনের মূল স্তম্ভ বিশ্বাসে ফাটল ধরে। রাগ বিরক্তি ও ঘৃণা মিশ্রিত মানসিক অবস্থার মধ্যে স্ত্রীকে সবরকমভাবে এড়িয়ে চলায় শ্রেয় বলে মনে হয়।

নীলার্ক এই উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য চরিত্র। নীলার্ক চ্যাটার্জী পরিবারের মেজছেলে, পরিবারের গর্ব। দীর্ঘ সময় যাবত আমেরিকায় প্রবাসী, ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের জন্য। নীলার্ক উদারমনস্ক, স্বাধীনচেতা, তেমনি সমাজ সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত। দীর্ঘকাল বিদেশে থাকার পরেও বাংলা ভাষা ও বাঙালী ঐতিহ্যকে বিন্দুমাত্র ভোলেনি।

> "বাইশ বছর বাংলায় কাটিয়েছি। মাত্র পাঁচ-ছ'বছরে ভাষাটা ভুলতে শুরু করব!"[৯]

দেশে ফিরে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে সায়েন্স ক্লাব, সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর রূপায়নে ব্রতী হয়। তনয়ার অপরিণত বয়সের প্রেম প্রস্তাবকেও নির্দ্বিধায় সে গ্রহণ করতে পেরেছ। বহু বছর বিদেশে থেকে, দীর্ঘ অদর্শনের পরেও সে তনয়ার প্রতি ভালোবাসায় সৎ থেকেছে। যখন সকলে ভাইরাল ভিডিওর কারণে পর্ণাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিনা বিচারে নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, একমাত্র নীলার্কই পর্ণার পাশে দাঁড়িয়েছে। পর্ণা ও অভিজিতকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছে। পর্ণা যাতে পরিবারের মধ্যে আগের মতো মিলেমিশে থাকতে পারে তার জন্য পারিবারিক সম্মিলনেরও আয়োজন করে নীলার্ক।

'বটতলা' উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র যা নজরকাড়ে সে হল আদলা। পর্ণা একসময় বলেছিল, -

> "তুমি তো আর পুরো পাগল নয়, আধপাগলা। তাই তো তোমার নাম আদলা।"[১০]

এই আদলা কিন্তু মোটেও পাগল নয়। বরং এই চরিত্রটি অনেক বেশী দূরদর্শী ও সংবেদনশীল। অনেকটা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের দিলদার চরিত্রের মতো। আদলার দূরদৃষ্টি পর্ণাকে ঠিক চিনেছিল তাই কোনদিনই লোকের ছড়ানো কুৎসায় সে কান দেয়নি।

> "যে পরের জন্য এত ভাবে, সে কখনও খারাপ হতে পারে?"[১১]

পর্ণার উপর আচমকা বাইক আরোহীদের হামলার কালে আদলাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। পর্ণাকে সমাজ ও পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আদলাই খুনের অস্ত্র পাথরের নোড়াটা মহাদেবতলার অজস্র পাথরের মধ্যে লুকিয়ে দিয়েছিল, যা একসময় মিশে যায় ভগবানের চিহ্নস্বরূপ রাখা পাথরের ভিড়ে।

চলচ্চিত্রায়ন : 'বটতলা' থেকে 'উত্তরণ' - সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'বটতলা' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে হইচইয়ের নতুন ওয়েব সিরিজ 'উত্তরণ', মুক্তি পেয়েছে ২৬ জানুয়ারি, ২০২২। প্রায় আড়াই ঘণ্টার এই সিরিজে রয়েছে সাতটি এপিসোড, যেখানে অভিনয় করেছেন মধুমিতা সরকার, রাজদীপ গুপ্ত, শাওন চক্রবর্তী ও স্বস্তিকা দত্ত। যদিও সিরিজটি শুরুর দিকে আশার সঞ্চার করে, তবে উপন্যাস-পাঠকদের জন্য এটি হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন পর্ণা, যাঁর বিবাহোত্তর সুখী জীবনে আকস্মিক বিপর্যয় নেমে আসে। এক অজ্ঞাত উৎস থেকে একটি আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল হয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে তছনছ করে দেয়। সংসার ভেঙে যাওয়ার

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 500 - 507
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাশাপাশি স্বামীও তাঁর পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হন। এই সংকটময় মুহূর্তে একমাত্র তাঁর দেওর নীলার্কই ঘটনাটির গভীরে গিয়ে সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে। পর্ণার এই লড়াই ক্রমশ সাইবার অপরাধ ও প্রযুক্তিগত চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক কঠিন যুদ্ধে পরিণত হয়।

উত্তরণের কাহিনী বটতলা কেন্দ্রিক হলেও এর অনেক অমিল খুব সহজেই চোখে পড়ার মতো। উপন্যাসে বর্ণিত দৃশ্যকল্পকে ওয়েব সিরিজে ঠিক তেমন ভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। উপন্যাসের পর্ণা সাধারণ গৃহবধূ, 'উত্তরণে'র পর্ণা স্কুল শিক্ষিকা। পরিবর্তন এসেছে পর্ণার স্বামী অভিজিতের পেশাতেও। পরিচালক উপন্যাসের প্লট গ্রহণ করলেও কাহিনীতে নানা পরিবর্তন এনেছেন।

আকাশ মিশ্র'র মতে, -

> "পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় সাহসী একটি বিষয়কে পর্দায় তুলে ধরার জন্য প্রশংসার যোগ্য হলেও, মূল উপন্যাসের সূক্ষ্মতা ও চরিত্রের গভীরতা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে যা একটি শক্তিশালী থ্রিলার হতে পারত, তা অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা এবং মেলোড্রামার ভারে দুর্বল হয়ে পড়ে। গল্পের উপর আরও গভীর মনোযোগ দেওয়া হলে এটি একটি অনন্যসাধারণ সিরিজ হয়ে উঠতে পারত।"[১২]

উপসংহার - সম্প্রতি সমাজ মাধ্যমে ভারতীয় অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার একটি উক্তি চর্চার বিষয় হয়েছে।

> "Don't look for a virgin as wife, get a woman with good manners. Virginity ends in one night but manners last forever."[১৩]

স্ত্রী মানেই শান্ত নম্র বিনয়ী, সন্তান ধারণ ও পরিবার পালনই যার প্রধান কাজ এই মধ্যযুগীয় ধারণা এখন অতীত। বটতলা থেকে উত্তরণের সময় এসেছে। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'বটতলা' একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যকর্ম, যা মধ্যযুগীয় সমাজচিন্তার গণ্ডি পেরিয়ে একজন নারীর সম্মান বজায় রেখে টিকে থাকার সংগ্রামের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক হিসেবে সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সাইবার অপরাধের মারাত্মক প্রভাব একজন নারীর জীবনে কীভাবে আঘাত হানে, তা নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'বটতলা'-য় তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে সাইবার অপরাধীদের মরণ কামড় মুহূর্তের মধ্যেই এক তরুণীর জীবনকে বিষময় করে তুলতে পারে। তবে, একজন সংবেদনশীল ও অন্তর্দৃষ্টি-সমৃদ্ধ কথাশিল্পী হিসেবে তিনি এই ধ্বংসাত্মক ঘটনার বর্ণনাতেই থেমে যাননি। উপন্যাসে তিনি নায়িকার পুনরুদ্ধার ও মুক্তির পথও নির্মাণ করেছেন, যেখানে তার অটুট মানসিক শক্তি এবং হারানো জীবন ও সম্মান পুনর্গঠনের নিরন্তর প্রচেষ্টা স্পষ্টত প্রতিফলিত হয়েছে।

উপন্যাসটি সামাজিক পক্ষপাতদুষ্টতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত। নায়িকার এই সংগ্রাম তার ব্যক্তিগত সম্মান ও সমাজে নিজস্ব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি বহুমাত্রিক এক বৃহত্তর আন্দোলনের প্রতীক, যা প্রতিটি সেই নারীর কণ্ঠস্বর বহন করে, যারা সম্মান, আত্মমর্যাদা এবং মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে চায়। 'বটতলা'র মাধ্যমে গঙ্গোপাধ্যায় কেবল একটি হৃদয়স্পর্শী কাহিনির সূচনা করেননি, বরং তিনি একটি শক্তিশালী বার্তা দিয়েছেন — সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর, নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া, এবং ন্যায়বিচার ও সমতার সার্বজনীন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির আহ্বান। এই উপন্যাসের অন্তর্নিহিত বার্তা গভীরভাবে অনুরণিত হয়, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে নারীদের সমর্থন এবং ক্ষমতায়নের পথে আমরা সকলেই এক অভিন্ন দায়িত্বে আবদ্ধ। এর মাধ্যমেই একটি আরও ন্যায়সঙ্গত, মানবিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের নির্মাণ সম্ভব।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মহুয়া', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৬৩, পৃ. ৬৩

২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, 'বটতলা', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৭, পৃ. ৩১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 500 - 507
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩. তদেব, পৃ. ৪২

৪. তদেব, পৃ. ৮৭

৫. তদেব, পৃ. ১৪০

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, 'পুতুল নাচের ইতিকথা', সুন্দর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৩৫

৭. গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত, 'বটতলা', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৭, পৃ. ২৫

৮. তদেব, পৃ. ৮৭

৯. তদেব, পৃ. ১০১

১০. তদেব, পৃ. ১৪২

১১. তদেব, পৃ. ২৬

১২. মিশ্র, আকাশ, 'সাইবার ক্রাইমের গল্পে মধুমিতার দুর্বল অভিনয়! কেমন হল 'উত্তরণ'?', সংবাদ প্রতিদিন, January 27, 2022 7:52 pm

১৩. The viral India, facebook.com, 19.12.2024, Thursday, 07:17 am